কালের কণ্ঠ

তারিখ [illegible]
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

জটিলতার সুযোগে বাড়তি ফি নিচ্ছে কলেজগুলো

শরীফুল আলম সুমন ▷

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীদের প্রথম তালিকা প্রকাশের পর নানা বিড়ম্বনা-জটিলতা সমাধান করতেই হিমশিম খাচ্ছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। সেই সুযোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা লঙ্ঘন করে ভর্তির জন্য অতিরিক্ত ফি আদায় করছে রাজধানীর বেশ কিছু কলেজ। এবার ডিজিটাল পদ্ধতিতে মনোনীত কলেজে ভর্তি বাধ্যতামূলক হওয়ায় অতিরিক্ত ফি দিয়ে ভর্তি হতে বাধ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের কোনো কথাই শুনছে না কলেজগুলো।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা একাদশ শ্রেণির ভর্তি নীতিমালা-২০১৫-তে বলা হয়েছে, মফস্বল ও পৌর (উপজেলা) এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেশন চার্জসহ সব মিলিয়ে এক হাজার টাকা, পৌর (জেলা সদর) এলাকায় দুই হাজার টাকা এবং ঢাকা ছাড়া অন্য মহানগর এলাকায় তিন হাজার টাকার বেশি ফি নেওয়া যাবে না। ঢাকা মহানগর এলাকায় এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভর্তি বাবদ সব মিলিয়ে পাঁচ হাজার টাকার বেশি নিতে পারবে না। আংশিক এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ফি বাবদ বাংলা মাধ্যমের জন্য ৯ হাজার এবং ইংরেজি মাধ্যমের জন্য সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা নিতে পারবে। উন্নয়ন খাতে কোনো প্রতিষ্ঠান তিন হাজার টাকার বেশি নিতে পারবে না। যদিও মন্ত্রণালয়ের নীতিমালাকে তোয়াক্কাই করছে না অনেক বেসরকারি কলেজ।

> ডিজিটাল পদ্ধতিতে মনোনীত কলেজে ভর্তি বাধ্যতামূলক হওয়ায় অতিরিক্ত ফি দিয়ে ভর্তি হতে বাধ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা

সাদনাম সাকিব উত্তরা মালেকা বানু বিদ্যানিকেতন থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৫ পেয়েছে। অনলাইন পদ্ধতিতে সে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, নটর ডেম কলেজ, ঢাকা কলেজ ও বিজ্ঞান কলেজ পছন্দ করে। বিজ্ঞান কলেজ বলতে সে মনে করেছিল ফার্মগেটে অবস্থিত তেজগাঁও বিজ্ঞান কলেজ। ভর্তির ফল প্রকাশের পর সে দেখে বিজ্ঞান কলেজে সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু তেজগাঁও বিজ্ঞান

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

জটিলতার সুযোগে বাড়তি ফি

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

কলেজে গিয়ে সে দেখতে পায় সেখানকার ভর্তি তালিকায় তার নাম নেই। তখন সাদনাম জানতে পারে সে সুযোগ পেয়েছে মালিবাগে অবস্থিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'ঢাকা বিজ্ঞান কলেজে'। কিন্তু এ মুহূর্তে যেহেতু কলেজ পরিবর্তনের সুযোগ নেই তাই সে তাঁর বাবা অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা মো. আল-আমিন মুক্তিকে নিয়ে গত মঙ্গলবার মালিবাগের ওই কলেজে যায়। কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তি ও অন্যান্য চার্জ মিলিয়ে এককালীন ৫২ হাজার টাকা চায়। কিন্তু এত টাকা দিয়ে ভর্তি হওয়া সম্ভব নয় বলে তারা ওই দিন ফিরে আসে।

সাদনামের বাবা আল-আমিন গতকাল বুধবার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ছেলেটা জিপিএ ৫ পাওয়ার পর যতটা খুশি হয়েছিলাম, ভর্তি করতে গিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছি। আমার বাবা মুক্তিযোদ্ধা। তাই ঢাকা বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষকে মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট দেখিয়ে কিছুটা ছাড় দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। তিনি মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, এখানে ভর্তি করাতে হলে ৫২ হাজার টাকাই দিতে হবে। ছেলেকে এখনো ভর্তি করাতে পারিনি। পুরনো পদ্ধতিতে ভর্তির সুযোগ থাকলে অন্য কলেজে ভর্তি করাতাম। কিন্তু এখন কী করব ভেবে পাচ্ছি না।'

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা বিজ্ঞান কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল আবদুর রহিম গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের পুরো কোর্স ফি এক লাখ ১০ হাজার টাকা। এর মধ্যে আমরা ভর্তির সময় ৫১ হাজার টাকা নিই। তবে কেউ যদি একসঙ্গে দিতে না পারে তবে পুরো টাকাটা কয়েকটা কিস্তিতে দিতে পারে। এটা আমাদের গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত। তাই আমাদের কিছু করার নেই।'

শুধু ঢাকা বিজ্ঞান কলেজ নয়, নীতিমালার দ্বিগুণ-তিন গুণ ভর্তি ফি আদায় করছে রাজধানীর অনেক কলেজ। উত্তরার ট্রাস্ট কলেজ নিচ্ছে ১৬ হাজার ১০০ টাকা, মিরপুরের এসওএস হারম্যান মেইনার কলেজ নিচ্ছে ১৮ হাজার ৩৫০, উত্তরার মাইলস্টোন কলেজ ইংরেজি মাধ্যমের জন্য নিচ্ছে ৩১ হাজার, বাংলা মাধ্যমের জন্য নিচ্ছে ২৩ হাজার, তেজগাঁও বিজ্ঞান কলেজ নিচ্ছে ১৪ হাজার ১০০, বাণিজ্য বিভাগের জন্য তারা নিচ্ছে ১৩ হাজার ১০০, সিটি কলেজ নিচ্ছে ২২ হাজার ২৯০, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ নিচ্ছে সাড়ে ১২ হাজার, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ পাবলিক কলেজ নিচ্ছে ১০ হাজার, রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে আবাসিকদের জন্য নেওয়া হচ্ছে ১২ হাজার ১৯২, অনাবাসিকদের জন্য নেওয়া হচ্ছে আট হাজার ৯৭১, ঢাকা কমার্স কলেজ নিচ্ছে ১৩ হাজার ৯০০, ধানমণ্ডি আইডিয়াল কলেজ নিচ্ছে সাড়ে আট হাজার, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ প্রায় ৯ হাজার টাকা করে নিচ্ছে।

এ ব্যাপারে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বক্কর ছিদ্দিক গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'যারা ভর্তিতে অতিরিক্ত ফি আদায় করছে তাদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। অবশ্যই আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। এ ব্যাপারে শিক্ষাসচিব মহোদয়ের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে। এখন আমাদের ভর্তির সিলেকশনসহ নানা কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ত সময় পার করতে হচ্ছে। তবে খোঁজ-খবর রাখছি। এই কাজগুলো শেষ হলে অতিরিক্ত ফি আদায় করা কলেজগুলোকে আমরা ধরব।'

অনলাইন ভর্তি পদ্ধতিতে এবার অনেক শিক্ষার্থীই ফরম পূরণে ভুল করেছে। তাই এবার কলেজ পরিবর্তনের সংখ্যাও হবে বেশি। কিন্তু নতুন নিয়মে কলেজ পরিবর্তন করতে হলেও প্রথম সুযোগ পাওয়া কলেজে আজ বৃহস্পতিবারের মধ্যে শিক্ষার্থীদের ভর্তি হতে হবে। এরপর আবার আগামী শনিবার আসন শূন্য থাকা কলেজগুলোতে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। সেই ফল আগামী সোমবার প্রকাশ করা হবে। তখন পুরনো কলেজ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে বিলম্ব ফিসহ নতুন কলেজে ভর্তি হতে হবে। এতে এক সপ্তাহের ব্যবধানে অভিভাবকদের দুই কলেজের ভর্তিসহ আনুষঙ্গিক ফি দিতে হবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল থেকে জিপিএ ৪.৭৪ পাওয়া সৈয়দা আরশিফা অনলাইন আবেদনে ধানমণ্ডির ইউল্যাব স্কুল অ্যান্ড কলেজ পছন্দ না করলেও তাকে ওই কলেজে মনোনীত করা হয়েছে। গতকাল আরশিফার মা সৈয়দা আফসা বেগম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ওই কলেজে ভর্তির জন্য প্রায় ১৫ হাজার টাকা লাগবে। আর মাসিক খরচও বেশি। অথচ এখন কিছুই করার নেই, ভর্তি করাতেই হবে। আবার পরে কলেজ পরিবর্তন করলে নতুন কলেজেও ভর্তি করাতে হবে। ভুল করছে বোর্ড, আর মাসুল গুনছি আমরা।'

অন্য কলেজে আবেদন না করে বিপাকে : ভোলা প্রতিনিধি জানান, বোরহানউদ্দিন উপজেলার আব্দুল জব্বার কলেজে একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগে শতাধিক শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারেনি। এ কলেজে ভর্তি ইচ্ছুক এসব শিক্ষার্থী অন্য আর কোনো কলেজে আবেদন করেনি। এখন তারা পড়েছে চরম বিপাকে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছে, বিজ্ঞান বিভাগে নির্ধারিত আসন সংখ্যা ১৫০। কিন্তু বরিশাল শিক্ষা বোর্ড প্রথম মেধা তালিকায় মাত্র ৫০টি আসনের ফল দিয়েছে। তাই এখন ৫০ জন শিক্ষার্থীই ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। অন্য শিক্ষার্থীরা কোথায়, কিভাবে ভর্তি হবে তা তারা বলতে পারছে না।

তবে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর জিয়াউল হক কালের কণ্ঠকে বলেন, অন্য আসনের ফলও দেওয়া হবে। হতাশ হওয়ার কিছু নেই।